শ্বেত মুনি

শ্রীশ্রীমা সর্বাণী

শ্বেত-বরাহ কল্পে ব্রহ্মার মানসপুত্ররূপে 'শ্বেত' নামক এক মহামুনি জন্মগ্রহণ করেন। শ্বেত মুনি ও ব্রহ্ম-দেহজাত তাঁহার পূর্বজ মুনিগণ সহস্র বৎসর পাশুপাত যোগ অবলম্বন পূর্বক নিষ্কলুষ দেহে ধর্ম্মোপদেশে ব্যাপৃত থাকিয়া পুনরায় ব্রহ্মদেহেই বিলীন হন। এই শ্বেত মুনি প্রজাপতি ঋষিরাজ রূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হন। নরপতি 'শ্বেত' শিব যোগ সাধনে বহু সহস্র বৎসর তপস্যারত থাকিয়া পূর্ণসিদ্ধ ও আপ্তকাম হইয়াছিলেন। ত্রেতাযুগে বিদর্ভরাজ সুদেবের প্রথমা স্ত্রীর পুত্ররূপে 'শ্বেত' ধরাতলে জন্মগ্রহণ করেন। সুদেব ত্রিভুবন বিখ্যাত নরপতি ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর শ্বেত পিতৃ-সিংহাসনে আরোহণ করেন। পূর্ব জন্মার্জিত শুদ্ধ ব্রাহ্মণত্বের সংস্কার বশতঃ শ্বেত প্রজাপতি নিজের আয়ুর পরিমাণ কাল জ্ঞাত ছিলেন। কালক্রমে যখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহার আয়ু বিগতপ্রায় হইয়া আসিয়াছে তখন তিনি নিজ কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুরথকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া তপস্যার্থ দণ্ডক বনে একটি সরোবরের তীরে গমন করেন এবং তথায় তিন সহস্র বৎসর অতি কঠোর তপস্যা করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করেন।

ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াও তিনি ক্ষুধা-তৃষ্ণায় পীড়িত হইতে লাগিলেন বলিয়া অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তিনি ব্যাকুল চিত্তে ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়া তাহার সমুদয় অবস্থা নিবেদন করিলেন ও তাঁহার নিকট আহার্য্য প্রার্থনা করিলেন ও ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন যে শ্বেতরাজ তপস্যা করিবার সময় কেবল নিজ দেহেরই পুষ্টিসাধন করিয়াছিলেন, কিন্তু কখনো কিছু দান করেন নাই। বপন না করিলে যেমন কোনও ফল উৎপন্ন হয় না, তেমনই কর্মের ফলও গতিলাভ করিয়া থাকে। সেই কারণে ব্রহ্মলোকে উপস্থিত থাকিয়াও তিনি ক্ষুধা-তৃষ্ণা দ্বারা পীড়িত হইতেছেন। এই বলিয়া ব্রহ্মা বিধান দিলেন যে শ্বেতকে নিজ শব ভক্ষণ করিয়া ক্ষুধার নিবৃত্তি করিতে হইবে। সুদীর্ঘকাল পরে মহর্ষি অগস্ত্যের কৃপায় তাঁহার মুক্তিলাভ হইবে। তদবধি শ্বেতমুনি রাজব্রহ্মলোক হইতে প্রতিদিন মর্ত্যে দণ্ডকে ঐ জলাশয়ের তীরে হংসযুক্ত দিব্য বিমানে করিয়া আসিয়া নিজ শব-মাংস ভক্ষণ করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতেন। ব্রহ্ম-বরে শবের ভক্ষিত অংশ পুনরায় সম্পূর্ণতা লাভ করিত।

একদিন মহর্ষি অগস্ত্য অরণ্যে পর্য্যটন করিতে করিতে শ্বেতরাজকে শব মাংস ভক্ষণ করিতে দর্শন করেন। অগস্ত্য ইহার কারণ জানিতে চাহিলে শ্বেতরাজন নিজ বিবরণ কীর্তন করেন। তদনন্তর মহর্ষি অগস্ত্য শ্বেতের নিকট হইতে একটি আভরণম্ অনুত্তমম্ মাত্র গ্রহণ করেন। ইহাতে শ্বেতরাজ মুক্তিলাভ করিয়া ব্রহ্মলোকে প্রস্থান করেন।

এই শ্বেত মুনি-রাজই আবার বরাহ কল্পের প্রথম দ্বাপরে মহাদেবের অংশে 'শ্বেত' নামেই শিখাযুক্ত মহামুনিরূপে এই ধরাতলে অবতীর্ণ হন। তখন তাঁহার শ্বেত, শ্বেতশিখ, শ্বেতাশ্ব ও শ্বেত লোহিত নামে চারিজন শিবভক্ত ব্রহ্মনিষ্ঠ শিষ্য ছিল।

বরাহ কল্পের ত্রয়োবিংশ দ্বাপরেও মহাদেবের অংশে শ্বেত মুনির পুনঃ আবির্ভাব হয়। তখন শিবাবতার ব্রহ্মর্ষি শ্বেতের উশিক, বৃহদাশ্ব, দেবল ও কবি নামে চারিটি পুত্র হয়। শ্বেত মুনি হিমালয় পর্বতে কালকে জরাগ্রস্ত করেন। সেইজন্য হিমালয় পর্বত 'কালঞ্জর' নামে বিখ্যাত। শ্বেতমুনি পরম শিবভক্ত ছিলেন। একবার যম তাঁহাকে স্বপুরে লইয়া যাইবার চেষ্টা করায় শিব যমকে ভস্মীভূত করেন এবং শ্বেত মুনিকে 'গাণপত্য' পদ প্রদান করেন।

আত্মজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গিতে, এই শ্বেতমুনিই কলিযুগান্তে দক্ষিণের 'নাগরাজ' মুনি। এনাকে শ্রীশ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ী বাবার সদ্‌গুরু 'মহামুনি বাবাজী' বলিয়া অনেকেই ভ্রান্তি করেন। সেই ভুল নিরসনের জন্যেই 'শ্বেত' মুনি চরিত কথা এক্ষেত্রে ব্যক্ত করা হইল বিভিন্ন পুরাণের সহায়তায়।

(সহায়ক গ্রন্থ : রামায়ণ, বায়ুপুরাণ, লিঙ্গপুরাণ, স্কন্দপুরাণ ইত্যাদি)

শ্রূয়তাং ধর্ম্ম সর্ব্বস্বং শ্রুত্বা চ হৃদি ধার্য্যতাম্।
আত্মনঃ প্রতিকুলানি ন পরেষাং সমাচরেৎ।। —আচার্য্য চাণক্য

— অন্য লোকের ব্যবহারে মনে যে ব্যথা বোধ হয়, অপরের প্রতি সেইরূপ ব্যবহার কখনই করা উচিৎ নয়। ইহাই সকল ধর্ম্মের সার কথা।